বস্তায় আদা চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

আদা বাংলাদেশের একটি গুরত্বপূর্ণ মসলা ফসল। বাংলাদেশে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ২.৮৮ মে.টন আদা উৎপাদন হয় যা দেশের চাহিদার ৪.৮১ লক্ষ মে.টন এর তুলনায় অপ্রতুল। তাই বস্তায় আদা চাষ করে পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাংলাদেশে যে আদার ঘাটতি রয়েছে তা সহজেই পূরণ করা সম্ভব।

বস্তায় আদা চাষ পদ্ধতিঃ

১. মাটি ও আবহাওয়াঃ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও উচু জায়গা বস্তায় আদা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

২. বস্তায় মিশ্রণ তৈরীর পদ্ধতিঃ সিমেন্ট বা অন্য বস্তায় আদা চাষে প্রতি বস্তার জন্য ১০-১২ কেজি মাটি, ৫ কেজি গোবর, ২ কেজি ভার্মি কম্পোস্ট, ১ কেজি ছাই, ২০ গ্রাম টিএসপি, ৭.৫ গ্রাম এমওপি, ১০ গ্রাম কার্বফুরান, ৫ গ্রাম দস্তা ও ৫ গ্রাম বোরণ একত্রে মিশ্রণ করে আদা রোপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে একত্রে ডিবি করে পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে যেন বাতাস প্রবেশ না করে। পরবর্তীতে ৭.৫ গ্রাম এমওপি ২কিস্তিতে, ২০ গ্রাম ইউরিয়া ৩ কিস্তিতে (১০+৫+৫ গ্রাম) রোপনের ৫০ দিন, ৮০ দিন ও ১১০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

৩. (৫+৫) গ্রাম ডিএপি সার দুই কিস্তিতে আদা রোপনের ৬৫ দিন পর ও ১৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

৪. বস্তায় আদা রোপনের সময়ঃ এপ্রিল-মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাস আদা লাগাতে হয়। তবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ আদা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

৫. বস্তায় মিশ্রণ ভরাট করাঃ বস্তায় আদা লাগানোর পূর্বে প্রতি বস্তায় পূর্বে তৈরীকৃত মিশ্রণ এমনভাবে ভরাতে হবে যাতে বস্তার উপরের দিকে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা থাকে।

৬. বস্তা সাজানো/স্থাপন পদ্ধতিঃ ৩ মিটার চওড়া বেড তৈরী করতে হবে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের মাঝখানে ৬০ সে.মি. ড্রেন রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানি জমে না থাকে। এরপর প্রতি বেডে ২ টি সারি এমনভাবে করতে হবে যেন এক সারি থেকে অন্য সারির মাঝে ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। প্রতি সারিতে ৬-৮ ইঞ্চি পরপর ২টি বস্তা স্থাপন করতে হবে।

৭. বীজের আকার ও রোপন পদ্ধতিঃ প্রতি বস্তায় ৪০-৫০ গ্রামের একটি বীজ মাটির ভিতর ৪-৫ ইঞ্চি গভীর লাগাতে হবে। বীজ লাগানোর পর মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

৮. বীজ শোধনঃ বস্তায় আদা রোপনের পূর্বে ২ গ্রাম অটোস্টিন/ প্রোভেক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে এক কেজি আদা বীজ এক ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে উঠিয়ে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে বস্তায় রোপন করতে হবে।

৯. আন্তঃপরিচর্যাঃ বস্তায় আদা চাষ করলে তেমন আগাছা হয় না। যদি আগাছা হয় তবে নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সার প্রয়োগের সময় মাটি আলগা করে গাছের গোড়া থেকে দূরে সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

১০. সেচঃ বৃষ্টি না হলে প্রথম দিকে ঝাঝড়ি দ্বারা হালকা পরিমাণ সেচ দিতে হবে। তবে স্বাভাবিক মাত্রায় বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন নেই।

১১. কন্দ পঁচা রোগঃ বর্ষাকালে ৪-৬ সেমি. উচ্চতায় গাছে এই রোগ হতে পারে। তাই বস্তায় যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আদা বীজ রোপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে। যদি গাছ আক্রান্ত হয় তবে আক্রান্ত বস্তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

১২. পোকা মাকড়ঃ বাড়ন্ত গাছে পাতা খেকো পোকা অনেক সময় পাতার ব্যাপক ক্ষতি করে ফেলে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এ পোকা দমনের জন্য ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার বিকালে ০.৫% হারে মার্শাল বা ১ এমএল প্রতি লিটার হারে ডাস্টবার্ন বা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের ঔষধ স্প্রে করতে হবে।

১৩. ফসল সংগ্রহঃ সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বস্তা থেকে আদা উঠানো হয়। আদা পরিপক্ব হলে পাতা- ক্রমশ হলুদ হয়ে কান্ড শুকাতে শুরু করে। এ সময় আদা তুলে মাটি ঝেড়ে ও শিকড় পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা হয়।

১৪. ফলনঃ সাধারণত প্রতি বস্তায় জাত ভেদে ১-৩ কেজি পর্যন্ত আদার ফলন পাওয়া যায়।

১৫. বীজ আদা সংরক্ষণঃ বীজ আদা ছায়া যুক্ত স্থানে মাটির নিচে গর্ত বা পিট তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। গর্তের নীচে ১ ইঞ্চি পরিমানে বালু দিয়ে তার উপর বীজ আদা রেখে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এতে করে বীজ আদা শুকিয়ে ওজন কমার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তথ্য সূত্রঃ বিএআরআই, শিবগঞ্জ, বগুড়া

বিঃ দ্রঃ কৃষির যে কোন সমস্যায় নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

প্রচারেঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, মানিকগঞ্জ।